

---

## একক ১১ □ সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতি

---

গঠন

- ১১.১ প্রস্তাবনা
- ১১.২ মুখ্য শ্রেণী
- ১১.৩ মুখ্য শ্রেণীর ক্রম
  - ১১.৩.১ মেলভিল ডিউই
  - ১১.৩.২ জেমস ডাফ ব্রাউন
  - ১১.৩.৩ হেনরী ইভলীন ব্লিস
  - ১১.৩.৪ এস আর রঞ্জনাথন
  - ১১.৩.৫ অন্যান্য
- ১১.৪ সুসংবদ্ধ স্তরের তত্ত্ব
- ১১.৫ সাধারণ শ্রেণী
- ১১.৬ পর্যায়ী সম্পর্ক
- ১১.৭ উপসংহার
- ১১.৮ অনুশীলনী
- ১১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ১১.১ প্রস্তাবনা

---

বর্গীকরণ স্কীম সাধারণ হতে পারে, বিশেষও হতে পারে। বিষয়ভুক্তির সামর্থ্যের দিক থেকে সাধারণ কথাটির প্রয়োগ। সমস্ত বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ স্কীম বিশেষ করে তৈরি জনগ্রন্থাগার বা শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের জন্য। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি রচনার ক্ষেত্রেও এর উপযোগিতা স্বীকার্য।

একটা মূল বর্গ বা শ্রেণীর মধ্যে নানা সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে। যদি আরও মুখ্য বর্গের অন্তর্ভুক্তি আমাদের অভিপ্রায় হয় তা হলে বাড়তি সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। আর এ সমস্যাবলীর অন্যতম হল সামগ্রিক ক্রমনির্ধারণ। তখন প্রশ্ন হবে মূল বর্গগুলি বিন্যস্ত হবে কোন্ পরম্পরা অনুযায়ী? গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে আধুনিক চেতনা উন্মেষের সূচনালগ্নে অর্থাৎ মেলভিল ডিউই-র দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির সময় থেকেই মূল বর্গের ক্রমকেই পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হত। এইচ. ই. ব্লিস এই মর্মে গবেষণায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। তারপর এস. আর. রঞ্জনাথনের সজ্জাতিপূর্ণ ফ্যাসেট বিশ্লেষণ প্রযুক্তি হল সমস্ত মূল বর্গকে অবলম্বন করে। রঞ্জনাথন তাঁর কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রথম সংস্করণেই প্রচার করলেন এই তত্ত্ব। এইভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য বর্গীকরণ পদ্ধতি গড়ে তুলবার ব্যাপারে অনেকের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হল। তবে এটা প্রযুক্তি হল সীমাবদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে—সাধারণভাবে একটিমাত্র মূল বিষয়কে অবলম্বন করে। বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেনের ক্ল্যাসিফিকেশন রিসার্চ গ্রুপ সংক্ষেপে সি. আর. জি. এই সমস্যার প্রতি সমধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি, সাংকেতিক চিহ্নের কৌশলও উদ্ভাবিত হল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্কীমের জন্মও এই সময়ে। ষাটের দশকে আবার সাধারণ বর্গীকরণ স্কীমের ও তার

সমস্যাবলীর মধ্যে তাত্ত্বিকদের প্রত্যাবর্তন। জ্ঞানরাজ্যকে বর্গীকরণ করার নবতর উদ্যমে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যেই তখন তাঁরা ছিলেন বীতনিদ্র। ন্যাটের আর্থিক অনুদানে। কিছুটা কাজও অগ্রসর হয়েছিল। মূল-বর্গীবলীকে ক্রমবিন্যস্ত করার সমস্যা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং সাধারণ বর্গীকরণ স্কীমটিকে কার্যকরী করার জন্য আর কী অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা সম্ভব সেটিও খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

---

## ১০.২ মুখ্য শ্রেণী (Main Class)

---

‘মুখ্য শ্রেণী’ কথাটি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হলেও তার লক্ষ্যার্থ হল জ্ঞানের মৌলিক কোনো বিভাগ এবং তাদের উপবিভাগসমূহ। যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সঙ্গীত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমশই বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব হচ্ছে। বড়ো বড়ো উপবর্গগুলি জন্ম দিচ্ছে অনেক প্রশাখার। যেমন, জৈব-রসায়ন, ভূ-পদার্থবিদ্যা। রঞ্জনাতন মূল বিষয় (Basic Subject) বলতে বুঝিয়েছেন জ্ঞানের সেই বিভাগগুলি, যাতে কেউ বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। মেইন ক্লাস বা মুখ্য বর্গ সাধারণত কুড়ি বা তিরিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু মূলবিষয়ের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।

জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ বা বিশাল হোক, তাদের সংখ্যা দশ কিংবা হাজার হোক, মূলনীতি কিন্তু অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। জ্ঞানকে শাখা-উপশাখায় ভাগ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতীত বস্তুসমূহকে সুনির্দিষ্টকরণের ব্যাপারটির মধ্যে প্রভেদের রেখা টেনেই আমাদের সবাইকে চলতে হবে। গ্রন্থাগার বর্গীকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীকরণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়। জ্ঞানের কয়েকটি বিভাগকে সুসজ্জিত করার পর এবার আমাদের কাজ হবে উপশ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করা। এ কাজের কিছুটা অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা আগেভাগেই করে রেখেছেন। প্রাণীদের বর্গীকরণের জন্য আমরা প্রাণীবিজ্ঞানীর কাছে যেতে পারি, অনুরূপভাবে উদ্ভিদের জন্য যেতে পারি সমাজবিজ্ঞানীর কাছে। সমশ্রেণীর বস্তুতে এইভাবে এক বর্গের পতাকাতে সন্মিলিত করার প্রয়াস জাতি-উপজাতি সম্পর্কেই নির্দেশ করে।

প্রাকৃতিক ব্যাপারে জাতি-উপজাতি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ গ্রন্থ বর্গীকরণের একটা দিকমাত্র। অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে আরও বহুতর সম্পর্কসূত্র রয়ে গেছে। যেমন রয়েছে অংশ ও সমগ্রের সম্পর্ক, সেইরকম বস্তু ও তার গুণের সম্পর্ক, কার্য-কারণের সম্পর্ক। কাজেই আমাদের তর্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বর্গীকরণ নীতির বাইরে গিয়েও অন্যতর নীতির জন্য হতে হবে সন্নিহিত।

---

## ১১.৩ মুখ্য শ্রেণীর ক্রম

---

সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সম্পর্কান্বিত মুখ্যশ্রেণীগুলিকে পরস্পরা অনুযায়ী একসঙ্গেই বিন্যস্ত করা হয়। সামগ্রিকভাবে এসব ক্ষেত্রে একটা পরিকল্পনার আভাসও মেলে। ক্ষুদ্রতর বর্গগুলিকে আরোহী পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রমশই বৃহত্তর শ্রেণীতে সংগঠিত করা যেতে পারে। অতীতে অবশ্য আরোহী পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র জ্ঞানরাজ্যকে ছোটো ছোটো বিভাগে বিভক্ত করা হত। বৃহত্তর শ্রেণী বলতেই ব্যবহার করা হয় মুখ্য শ্রেণী কথাটি। বলাবাহুল্য, শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে সর্বদাই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন তাপ, আলো, ধ্বনি, বিদ্যুৎ, চুম্বক ইত্যাদি সহ আরও অনেকগুলি বর্গ নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি বিষয়গোষ্ঠী যার নাম পদার্থবিদ্যা। কিন্তু এই পদার্থবিদ্যা আবার সায়ন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহযোগে পরিণতি লাভ করেছে ভৌতবিজ্ঞানে। এর সঙ্গে যদি প্রাণীবিজ্ঞান যুক্ত হয় তবে

জন্ম হবে প্রকৃতিবিজ্ঞানের। শেষ পর্যন্ত বর্গবন্ধ হতে হতে আরও বৃহত্তর বর্গে এসে দাঁড়াল অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বর্গবন্ধতার কাজ চালিয়ে গেল পরিশেষে পাওয়া যাবে তিনটি সমাবেশ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, মানবিকবিদ্যা। তাহলে থামতে হবে কোথায় ? কিংবা ধরে নেওয়া হবে যে, মুখ্য শ্রেণী এই তিনটি ? প্রশ্নটি অবশ্যই শব্দার্থ ঘটিত। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ বর্গীকরণ স্কীমের কোনো সংকলকই মুখ্য শ্রেণীর সংজ্ঞার্থ নিয়ে ঐকমত্যে আসতে পারেননি। রঞ্জানাথন মুখ্য শ্রেণীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন : জ্ঞানবিশ্বের বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রথম ক্রমের সমপদস্থ শ্রেণীগুলিই হল মুখ্য শ্রেণী। বিশেষ কোনো স্কীমের ক্ষেত্রেও সংজ্ঞা চলতে পারে। কিন্তু অন্যত্র তাঁর অন্যবিধ পরামর্শ। মুখ্য শ্রেণী প্রথাবন্ধ—মুখ্য শ্রেণীকে প্রথাবন্ধ করলে ক্রম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা দেখানো সহজ হয়। মুখ্য শ্রেণীর ক্রম নির্ধারণে বিভিন্ন স্কীমে বিভিন্ন যুক্তি দেখানো হয়েছে। সেগুলি অনুধাবনের প্রয়োজন আছে।

### ১১.৩.১ মেলভিল ডিউই

ডবলু. টি. হ্যারিস জ্ঞানরাজ্যের বর্গীকরণ করতে গিয়ে ফ্রান্সিস বেকনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বেকনের মতে মানুষের তিনটি মৌল মানসিক ক্ষমতা আছে ; স্মৃতি, কল্পনা এবং যুক্তি। এর থেকেই মনের ফসল হিসেবে জন্মলাভ করে ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন। হ্যারিস বেকনের এই পদ্ধতিকেই উল্টো করে সাজিয়ে জ্ঞানরাজ্যের প্রত্যেক ভাগের মধ্যে আরও বিস্তৃতি এনে ফেললেন। ডিউই-র পদ্ধতিতে এই উল্টো সাধনের বেগ। তাঁর মতে দার্শনিক তত্ত্বকে ও সঠিকতাকে অনেক সময় ব্যবহারিক প্রয়োজ্যতার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ডিউই-র পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ক্রমের দৈন্য প্রকট। যেমন, ভাষা (400) সাহিত্য (800) থেকে এবং ইতিহাস (900) অন্য সমাজ বিজ্ঞান (300) থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের জ্ঞানরাজ্যের চিত্রই এখানে উন্মোচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনোবিজ্ঞানের দূরবস্থার কথা মনে পড়ে। ডিউই-তে মনোবিজ্ঞান দর্শনেরই এক উপবিভাগ। মুখ্যবর্গের কোনো ক্রম যে কালজয়ী নয় এটি তাঁর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিগতকালে যে ক্রম একদা পেয়েছিল স্বীকৃতির ছাড়পত্র পরবর্তীকালে এসে তাঁকেই নিষ্ফল হতে হচ্ছে অস্বীকৃতির জঞ্জালস্রূপে। ডিউই যতই বেকনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন না কেন, তাঁর স্কীমের মুখ্য শ্রেণীর ক্রম যে অনেক দিক থেকেই সহায়ক নয়, এ কথা স্বীকার করতে আজ আর কাউকেই অসুবিধেয় পড়তে হয় না।

### ১১.৩.২ জেমস ডাফ ব্রাউন

মুখ্য শ্রেণীর ক্রম হিসেবে ব্রাউনের ‘সাবজেক্ট ক্ল্যাসিফিকেশন’ স্কীমের ছকটি নিম্নরূপ :

পদার্থ ও শক্তি

জীবন

মন

লেখ্য (বা রেকর্ড)

ব্রাউনের এই ক্রমকে অনেকে যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করেন। ব্রাউন অবশ্য এ ব্যাপারে অকারণে তেমন বিব্রতবোধ করেননি। তিনি গ্রাফিক ও প্লাস্টিক আর্টকে সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লেখ্য শ্রেণীতে কোনো বাড়তি সাংকেতিক চিহ্ন তাঁর হাতে ছিল না, কিন্তু ছিল সাধারণী শ্রেণীতে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্গবন্ধ করার ব্যাপারে ব্রাউন এমন এক বিতর্কিত নীতি অনুসরণ করেছেন যার উপযোগিতা অদ্যাবধি অস্বীকৃত হতে পারেনি। ডিউই সমস্ত বিজ্ঞানকে একই ছত্র-ছায়াতলে এনে দাঁড় করিয়ে

দিয়েছেন। পারেননি শুধু ভেষজের ক্ষেত্রে। সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হয়ে গেছে সম্মিলিত। কিন্তু ব্রাউন হলেন অন্য পথের পথিক। যে প্রযুক্তিবিদ্যা যে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল তাঁকে ব্রাউন বন্ধ করে দিলেন একসূত্রে। যেমন, পদার্থবিদ্যায় ইলেকট্রিসিটির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ব্রাউনের এই পদ্ধতি যথেষ্টই সাহায্যপ্রদ। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স-জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে। এখানে মৌল পদার্থবিদ্যার থেকে ‘সলিড স্টেট’ ইলেকট্রনিক্স কৌশলের প্রযুক্তিকে তফাত করা কঠিন। তবে মাঝে মাঝে ব্রাউন অনেক দূরে সরে এসেছেন। তিনি যখন সঙ্গীতবিদ্যা ও ধ্বনিবিজ্ঞানকে (Acoustics) বা ষোড়দৌড় ও প্রাণীবিজ্ঞানকে একই সূত্রে বেঁধে ফেলেন তখন তাঁকে সাহায্যপ্রদ বলে স্বাগত জানানো কঠিন।

### ১১.৩.৩ হেনরী ইভলীন ব্লিস

মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে ক্রম নির্ধারণ করতে গিয়ে ব্লিস বহু শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর ‘বিবলিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন’ (বিসি) স্কীমটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। গ্রন্থটির মুখবন্ধে তিনি এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর কতকগুলি ভাবনা এখনও মূল্য হারায়নি। বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত ঐকমত্যের ভাবনাটি বোধকরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদরা যে জ্ঞানচর্চা করেন, শিক্ষা দেন বা স্বীকার করেন তার কাঠামোটিই বর্গীকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হওয়া উচিত—এরকমই ছিল ব্লিসের বিশ্বাস। ফলে যতই জ্ঞান বাড়বে ততই এই কাঠামো হয়ে উঠবে স্বচ্ছ এবং আমাদের অভীষ্টের সমধিক নিকটবর্তী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমনটি ঘটে না। জ্ঞান প্রসারিত হয়, কাঠামো পাল্টায়, বহুল প্রচলিত ছকেও হয়ে যায় জীর্ণ পুরাতন ও অনুপযোগী, সূচনা হয় নবতর উৎসাহে গবেষণার কাজ—কাঠামো পরিবর্তন ও সম্প্রসারণই হয় যার লক্ষ্য। ব্লিস অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছেন, পুরাতন কেবলই পাটে যায়। যে-কোনো বর্গীকরণ স্কীমই কালক্রমে হারিয়ে ফেলে তার উপযোগিতা। কিন্তু এ ব্যাপারটি যে কত সত্ত্বর হতে পারে এটা ব্লিস বুঝতে পারেননি।

বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত ঐকমত্যের ধারা ক্রম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্লিস তিনটি মুখ্য নীতি অনুসরণ করেছেন। প্রথমটি হল সম্পর্কিত বিষয়ের একত্রীকরণ। ব্লিসের বিবেচনায় মনোবিজ্ঞান, গণিত ও ভেষজবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে প্রাসঙ্গিক রূপরেখাটি যা দাঁড়ায় তা হল নিম্নরূপ :

নৃতাত্ত্বিক বিজ্ঞানসমূহ  
ভেষজবিদ্যা  
মনোবিজ্ঞান  
শিক্ষাতত্ত্ব  
সমাজবিজ্ঞান

এখানে দেখা যাবে মনোবিজ্ঞান অন্য বিষয় অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এবং এও মনে হতে পারে যে, ব্লিস তাঁর নিজেরই দ্বিতীয় নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। নীতিটি হল সাধারণের অধীনে বিশেষ। সে হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সাধারণ, সেহেতু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের পূর্বে সমাজবিজ্ঞানের বিন্যাস ছিল বিধেয়। যাই হোক, নীতি দুটি যে ফলপ্রসূ বিন্যাসের সহায়ক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্লিসের তৃতীয় নীতিটি নির্ভরতার সূত্রে ক্রমপ্রসার। গণিত ও পদার্থবিদ্যার মধ্যে তুলনায় বসলেই ব্যাপারটি স্বচ্ছ হয়ে যাবে। পদার্থবিদ্যায় গণিতের ব্যবহার আছে, কিন্তু গণিতে পদার্থবিদ্যার ব্যবহার নেই। যেহেতু পদার্থবিদ্যা গণিত নির্ভর, তার স্থানও হবে গণিতের পরে। যদি রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার তুলনায় ব্রতী হওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে রসায়ন পদার্থবিদ্যার অনুবর্তী হয়ে পড়ছে। এইভাবেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে পাওয়া

যাবে নিম্নলিখিত ক্রমটি :

1. যুক্তিবিজ্ঞান
2. গণিতশাস্ত্র
3. পদার্থবিদ্যা
4. রসায়ন
5. জ্যোতির্বিজ্ঞান
6. ভূতত্ত্ব
7. ভূগোল

যদিও জীবনবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ তেমন সুবোধ্য নয়, তথাপি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও নীতিটির মূল্য স্বীকার করতেই হয়।

### ১১.৩.৪ এস. আর. রঞ্জনাথন

মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে দর্শনসিদ্ধি ক্রম নির্ণয়ের ব্যাপারে রিস ব্যতীত রঞ্জনাথনকেও উদ্যোগী হতে দেখা যায়। নিজের কোলন পদ্ধতিকে কাজে লাগাবার জন্য রঞ্জনাথন এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেও তার মধ্যে তেমন প্রত্যয়ী বলিষ্ঠতা নেই। এই ধরনের বর্গীকরণ যে অস্থির প্রকৃতির তাও তিনি অস্বীকার করেননি। তবে রঞ্জনাথন শ্রেণীর অন্তর্গত ক্রম সম্পর্কেই ছিলেন বেশি আগ্রহী।

### ১১.৩.৫ অন্যান্য

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ক্রমনির্নয় প্রচেষ্টা ছিল তাত্ত্বিক ভিত্তি বিরহিত, নিজের প্রয়োজনটুকু মেটাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইউ. ডি. সি.-র (ইউনিভার্সাল ডেসিবল ক্লাসিফিকেশন) প্রচেষ্টা ডি.ডি.সি.-র ভিত্তিক, কিন্তু পরিবর্তনের শ্লথতায় অপেক্ষাকৃত তৃপ্তিকর ক্রম আবিষ্কারে সক্ষম। সেখানে একটি প্রধান ক্ষেত্রেই পুনর্বিব্যাখ্যার লক্ষ্য করা যায়—আর তা হল সাহিত্যকে ভাষার সঙ্গে সংবন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ইউ.ডি.সি. পুচ্ছগ্রাহী।

## ১১.৪ সুসংবদ্ধ স্তরের তত্ত্ব (Theory of Integrative Levels)

জোসেফ নিখাম ছিলেন একজন জৈব-রাসায়নিক। তিনিই প্রথম 1936 সালে প্রবর্তন করলেন সুসংবদ্ধ স্তরের তত্ত্ব। ডি. জে. ফসকেট এই তত্ত্বের উপযোগীতা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। সুসংবদ্ধ স্তরের ধারণা বিবর্তনের এক পরিণত রূপ। গুণাবলীর সংযোজনের ফলেই জটিলতার এই বর্ধিস্থতা। সরল থেকে জটিলের যাত্রাপথে যখনই কোনো নতুন গুণ সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই উদ্ভব ঘটে সংগঠনের নতুন এক স্তর। ফসকেট এই তত্ত্বকে বিশদ করার জন্য সাইকেলের উপমান ব্যবহার করেছেন। সাইকেল বলতে রবার, প্লাস্টিক ও ধাতব সামগ্রীর একটা সমবায় বুঝায়। এইগুলি সুসংগঠিত হয়ে অনন্য সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টি করে সাইকেলের রূপ। উদাহরণস্বরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীর কথা বলা যায়। শুধু মেরুদণ্ডের দৌলতে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর এককাঠি উপরে মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্থান। নিম্নলিখিত ক্রম পরম্পরাটি লক্ষণীয় :

1. দোষ
2. কলা
3. যন্ত্র
4. তন্ত্র
5. প্রাণী

প্রত্যেকটি সত্তার মধ্যেই রয়ে গেছে তার পূর্ববর্তী সত্তাসমূহ। মানুষ এক প্রাণী। তার মধ্যে রয়ে গেছে পাচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি। আবার তন্ত্র তৈরি হয় যন্ত্রাদির সমবায়ে যেমন পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি। আর

কলার সংগঠনে এসে যাচ্ছে কোষের সুসংবন্ধ ভূমিকা। কিন্তু এই সত্তাসমূহ পূর্ববর্তীদের একটি গড় মাত্র নয়। প্রত্যেক পরবর্তী সত্তা পূর্ববর্তী থেকে জটিলতর। যেমন তন্ত্র যন্ত্র সমুদয়ে সংগঠিত এবং যন্ত্রসমুদয়ের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। আর প্রাণী হল যন্ত্রসমবায়। অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য যন্ত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। ফল দাঁড়াচ্ছে এই : প্রাণীর যা গুণাগুণ তাঁর সব তন্ত্রের মধ্যে থাকছে না, আবার তন্ত্রের যা গুণাগুণ তার সব যন্ত্রের মধ্যে থাকছে না—এরকম পর পর। সংগঠনের এই স্তরতত্ত্বই সত্তার ক্রম নির্ধারক এবং বর্গীকরণ পদ্ধতির মধ্যে হয়ে পড়ে পরিপ্রকাশিত। সি.আর.জি.-র (ক্লাসিফিকেশন রিসার্চ গ্রুপ) গবেষকরা যে ক্রমপরম্পরার খসড়া করেছেন তার অংশবিশেষ—এখানে বিবৃত হল :

প্রাকৃতিক স্তর :

1. মৌলকণা
2. পরমাণু
3. অণু
4. অণুর সমাবেশ

রাসায়নিক স্তর : 1.

- মৌল উপাদান
2. যৌগ পদার্থ
3. মিশ্র পদার্থ

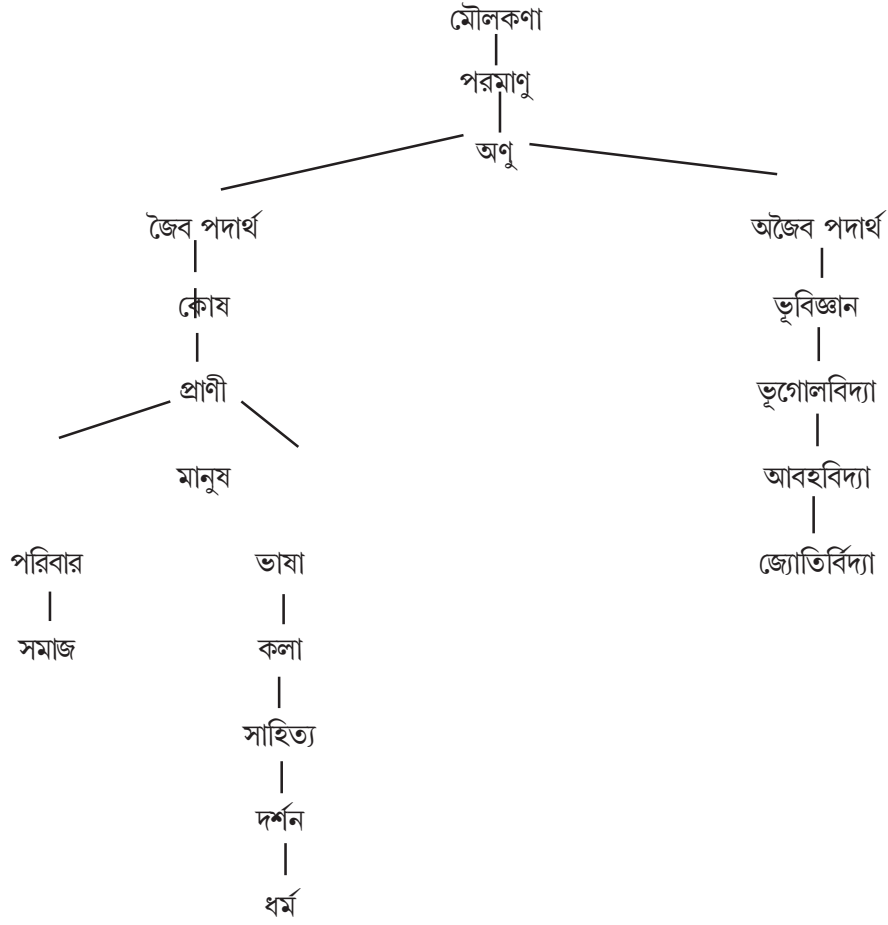
অজৈব পদার্থের স্তর :

1. খনিজ পদার্থ
2. প্রস্তুত
3. প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
4. জ্যোতির্লৌকিক সত্তা

জৈব স্তর :

1. ভাইরাস
2. অঙ্গাণু
3. কোষ
4. কলা ইত্যাদি।

বস্তুসমূহের মধ্যে ক্রম নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে এ পদ্ধতির উপযোগিতা প্রশংসনীয়। 1964 সালে কোপেনহেগেন শহরের এলসিনোরে বর্গীকরণের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতির মুখ্য শ্রেণীর ক্রম নির্ধারণে এই তন্ত্রের উপযোগিতা প্রসঙ্গে সকলেই আশাবাদী ছিলেন। ক্রম পরম্পরার পরিলেখটি এইভাবে বিশদ করা যেতে পারে :



সি.আর.জি. প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুযায়ী নতুন কোনো সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতি আমরা পাব কিনা তাতে সংশয়ের অবকাশ এখনও যথেষ্ট রয়ে গেছে। তবে এর ফলশ্রুতিস্বরূপ যে সামগ্রিক একটি মুখ্য শ্রেণীর ক্রম পাওয়া যায় তা প্রায় ব্লিসের বর্গীকরণ পদ্ধতির অনুরূপ। এ ক্রম যে সাহায্যপ্রদ তা অদ্যতনকালে স্বীকৃত। অন্তত জ্যাক মিলস বিসি-র দ্বিতীয় সংস্করণের বিভিন্ন খণ্ডের ভূমিকায় ওইরকম কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবে একথা অনেক বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেছেন যে, সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে এই তত্ত্বটি কাজে লাগানো যেতে পারে। বিভিন্ন সত্তার ক্রম পারস্পর্য নির্ধারণে মৌলিকগণা থেকে উচ্চমুখী এই ধারাপ্রবাহ। রঞ্জনাথনের ভাষায় বলা চলে এ হল বিষয় সার বা ব্যক্তিত্বের এক ফ্যাসেটমালিকা।

## ১১.৫ সাধারণ শ্রেণি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশিত জ্ঞানের রূপমাধ্যম সাধারণ বিষয়সমূহের জ্ঞানরাজ্যের এক-একটি একক হিসেবে পরিগণিত হয়। একটিমাত্র বিষয়ের সীমাবদ্ধতা সেসব ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হয়। সাধারণ জ্ঞানকোষ বা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ একটি বিশেষ রূপমাধ্যমে উপস্থাপিত করে সমুদয় জ্ঞানকে। সাধারণ পত্রিকায় যেমন থাকতে পারে যে-কোনো বিষয় বা প্রত্যেক বিষয়। সাধারণ বর্গীকরণ স্বীমে এর জন্য স্থান নির্দিষ্ট রাখতে হয় এবং

শ্রেণীকে বলে সাধারণী (Generatia)। কোনো বর্গীকরণ স্কীমে বিস্তৃত পরিধিযুক্ত বিষয়কেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিডিসি-তে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে এই শ্রেণীর আওতায় ফেলা হয়েছে। ব্রাউন তর্কবিজ্ঞান, গণিত ও শিক্ষাতত্ত্বকে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন।

---

## ১১.৬ পর্যায়ী সম্পর্ক (Phase Relation)

---

সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মধ্যেই মাত্র এই ধারণাটির সংস্থান সম্ভব। কোলনই একমাত্র সাধারণ বর্গীকরণ স্কীম যা পর্যায়ী সম্পর্কের বিস্তৃত ব্যবস্থায় প্রশস্ত। প্রথাবদ্ধ বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রধান নির্ভর মুখ্য বর্গাবলী।

---

## ১১.৭ উপসংহার

---

সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনটি অংশ থাকা অভিপ্রেত।

১. সারণি : বর্গীকরণ স্কীমের বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে যার দ্বারা কোনো নথির বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায়। সর্বত্র সাংকেতিক চিহ্নদ্বারা ক্রম বিন্যস্ত।

২. ব্যবহারিক নিয়মাবলী : সাধারণত এটি ভূমিকার মধ্যেই সংহত আকারে পরিবেশিত থাকে। অংশত, প্রাসঙ্গিক সূত্রে সারা সারণি জুড়েই থাকে আকীর্ণ।

৩. নির্দেশিকা : সারণিতে যে সমস্ত শ্রেণীর উল্লেখ থাকে এ হল তাদেরই বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা। সারণির নির্দেশে যে সমস্ত বিষয়কে সৃষ্টি করা যায় এ তাদের নির্দেশ করে না। গ্রন্থাগারের বিষয় নির্দেশিকা থেকেও এ সংক্ষিপ্ত। এটি বর্গীকারদের জন্য, পাঠকদের জন্য নয়।

---

## ১১.৮ অনুশীলনী

---

- ১। ‘মুখ্য শ্রেণী’ বলতে কী বোঝেন ?
- ২। ব্লিসের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত ঐকমত্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। সুসংবদ্ধ স্তরের ধারণাটি আলোচনা করুন।
- ৪। ‘সাধারণী’ কথাটির ব্যাখ্যা করুন।
- ৫। সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতির অংশগুলি বিশদ করুন।

---

## ১১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

---

1. Foskett, D. J. : Classification and indexing in the social sciences. 2nd ed. London, Butterworths, 1974.
2. Maltby, A and Linda, G. : The case of Bliss. London, Clive Bingley, 1979.
3. Rowley, Jennifer E.: Organizing knowledge: an introduction to information retrieval. 2nd ed. Ashgate, 1992.